Fortnightly, Ahmadi,
April, 1953.

Reg. No. D. A.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

এপ্রিল, ১৯৫৩ ইং ; চৈত্র, ১৩৫৯ বাং ; সাহাদাৎ, ১৩৩২ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا الناصر

কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটানোই আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল

সাম্প্রতিক হাঙ্গামা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা ঃ দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টির ব্যাপারে আহরার সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ

—:০:—

শাসনব্যবস্থা বানচালের জন্য হাঙ্গামাকারিগণ কর্তৃক হীনতম পন্থা অবলম্বন

করাচী, ১৯শে মার্চ্চ।—প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দীন অদ্য পার্লামেন্টে বলেন যে, সাম্প্রতিক আহমদিয়া-বিরোধী আন্দোলন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার লড়াইয়েরই পরিণতি। রাষ্ট্রের কতিপয় দুশমণ কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই এই আন্দোলন শুরু করে।

অদ্য পার্লামেণ্ট বাজেট আলোচনা কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সরকারের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশৃঙ্খলার নিকট নতি স্বীকার করিতে হইত কিম্বা সরকারের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ করিতে হইত। যদি সরকার আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারের গাফলতী প্রদর্শন করা হইত। আর দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে সরকারকে পদত্যাগ করিতে হইত।

জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দিন বলেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত জঘন্য কাজ করা হইয়াছে, তাহা এছলামের মূলনীতির পরিপন্থী; তাহা ছাড়া আহরার দলের তথাকথিত যে আলেম সমাজ প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার আন্দোলন শুরু করে তাহারাই একদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধীতা করিয়াছিল এবং কায়েদে আজমকে "কাফেরে আজম" ও পাকিস্তানকে "পলিদিস্তান" বলিয়া অভিহিত করিত। এখনও পর্য্যন্ত পাকিস্তানের বাহিরের সহিত তাহাদের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং তাহারা পুনরায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের জন্য এই আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আলেমরা যদিও আহমদীয়াদিগকে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়রূপে গণ্য করার দাবী জানাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হইতেছে।

প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা কমিটি যে দিন সকালে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত করেন, তাহার পূর্বদিন তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার পূর্ব্বে অল্প সময়ের নোটিশে মন্ত্রিসভার অধিবেশন আহ্বান করিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং প্রদেশগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের সহিতও এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন :—যে দিন আরামবাগ জনসভায় পরদিন সকাল ৮ ঘটিকা হইতে প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেদিন রাত্রি ১টার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রি সভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের তরফ হইতে পাঞ্জাবের জনৈক মন্ত্রী, পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, সীমান্তের তরফ হইতে সীমান্তের গবর্ণর এবং

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

লীগ বনাম লীগ

[আজাদ, ২০।৩।৫৩]

পাঞ্জাবের মোছলেম লীগ, মন্ত্রি সভা এবং নেতৃত্ব সম্বন্ধে যে সব কথা প্রচারিত হইতেছে, সে সব কথায় দেশবাসীর চিন্তিত হওয়ার বাস্তবিকই কারণ আছে। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোমতাজ দৌলতানা মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানেই স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিনিই মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে পরে অনেক এলোমেলো কথা বলিয়াছিলেন। এমন কি এই সময় তিনি একবার সকলকে বিস্মিত করিয়া পাকিস্তানের জন্য "ইউনিটারী" শাসন ব্যবস্থারও প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছিলেন। পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আইন সভায় সংখ্যাসমত্বের বিতর্কের সময় প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দিন লাহোরে গেলে দৌলতানা মন্ত্রি-সভার অন্যতম সদস্য জনাব দস্তী এই আসন সংখ্যা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই ত গেল কেন্দ্রের সাথে পাঞ্জাবের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সংক্রান্ত বিরোধের কথা। আহমদীয়া-বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার আর একজন সদস্য জনাব লেঘারী পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী জাফরুল্লার পদত্যাগ দাবী করার জন্য করাচীতে দরবার করিতে গিয়াছিলেন। লাহোর বেতারে প্রচারিত হইয়াছিল যে, পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারেই জনাব লেঘারী খওয়াজা নাজিমুদ্দীনের সহিত এজন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াছিল। আজ আবার পাক পার্লামেণ্টের আলোচনা হইতে যেসব তথ্য প্রচারিত হইতেছে, সে সব তথ্যের ভিতরও কেন্দ্র বনাম পাঞ্জাবের অশোভন বিরোধের মারাত্মক বিবরণ রহিয়াছে। প্রকাশ, করাচীতে যে সব আইন অমান্যকারী "জাঠা" লাহোর হইতে অভিযান করে, তারা নাকি জনাব মোমতাজ দৌলতানারই লোক। পাঞ্জাবে আইন অমান্য করিতে যাইয়া যে সব লোক গ্রেফতার হইয়াছে, তাদের মধ্যে লীগের লোক অনেক। দুই ডজনের উপর মোছলেম লীগ দলভুক্ত আইনসভার সদস্যও রহিয়াছেন। পার্লামেণ্টে সোজাসুজি অভিযোগ করা হইয়াছে, "পার্লামেণ্টে সরকারী আসনগুলি যাঁরা দখল করিয়া আছেন এবং যাঁরা পাঞ্জাবে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাই এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী।"

কিছুদিন যাবত কেন্দ্র ও পাঞ্জাবের বিরোধের কথা নানাসূত্রে প্রচারিত হইতেছে। এসব কথা যদি আংশিকও সত্য হয়, তবে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারা যায় না। সত্যই কি পাঞ্জাবের একদল লোক আগুন লইয়া খেলায় মাতিয়াছেন? সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয় হইতে পারেন, কিন্তু তাঁরা উচ্চপদস্থ এবং শক্তিশালী। সব চাইতে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, একটি প্রাদেশিক সরকার তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিতেছেন এবং একটি প্রাদেশিক লীগ কেন্দ্রীয় লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিতেছেন। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা ও আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলনের পশ্চাতে এই শ্রেণীর কুচক্রী হস্তের খেলা যদি আদৌ থাকিয়া থাকে, তবে তার অবিলম্বে তদন্ত এবং প্রতিকার হওয়া উচিত। এই বিরোধ যদি সত্য হয় এবং ইহাকে যদি এভাবে গড়াইতে দেওয়া হয়, তবে ইহা পাকিস্তান, মোছলেম লীগ ও জাতীয় সংহতির মর্ম্মমূলে আঘাত করিবে। এর পরে পাকিস্তানে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা এবং শাসনতান্ত্রিক শালীনতারও কোনো দাম থাকিবে না।

আমরা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং মোছলেম লীগকে এই অভিযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। কেন্দ্র বনাম পাঞ্জাবের ঝগড়ার কথা, জনরব, গুঞ্জন, জল্পনা-কল্পনা প্রভৃতি আজ যে কদার্য্য পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে অবস্থায় আর ইহাকে "চুপ" "চুপ" করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমরা কেন্দ্রীয় লীগকে অবিলম্বে তদন্ত করিয়া দরকার হইলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আর তদন্তে যদি ইহা অন্যরূপও প্রমাণিত হয়, তবুও তা দেশবাসীকে জানাইয়া দেওয়া উচিৎ। কারণ এর সাথে লীগ ও গভর্ণমেণ্টের মান-সম্ভ্রম জড়িত। দরকার হইলে পাঞ্জাবে "গভর্ণরের শাসন" প্রবর্ত্তন করিয়াও এই লজ্জাজনক অবস্থার নিরপেক্ষ প্রতি-কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ, আমাদের মতে, আজ ইহাকে প্রশ্রয় দিলে চরম অপরিণামদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

[আজাদ, ৮।৩।৫৩]

চট্টগ্রাম সিটি মোছলেম লীগের সভাপতি জনাব শেখ রফিউদ্দীন ছিদ্দিকী কাদিয়ানী-বিরোধী আন্দোলনকে "স্বার্থান্বেষী দলের প্রচারণা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য পাকিস্তানবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন। পাকিস্তানের মঙ্গলকামী মাত্রই ছিদ্দিকী ছাহেবের এ-আহ্বানে সাড়া দিবেন, এ-আশা আমাদের আছে। জনাব ছিদ্দিকী আরো বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ জনাব চৌধুরী জাফরুল্লা খানের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষিরা এই আন্দোলন পরিচালিত করিয়া তাঁকে পাক-মন্ত্রিসভা হইতে সরাইয়া পাক-সরকারকে দুর্ব্বল করার মতলব করিয়াছে। পাকিস্তান দরদীরা এ-উক্তির সত্যতা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের যে প্রতিষ্ঠা, তার অনেকখানিই জনাব চৌধুরী জাফরুল্লার কৃতিত্ব। কাজেই এই আন্দোলনের দুষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা

করাচী, ১২ই মার্চ্চ।—পাকিস্তান সাময়িক সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলনে যোগদান না করার জন্য করাচীর নাগরিকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যে সকল সংবাদপত্র এই সম্প্রদায়গত আন্দোলনের সহিত জড়িত হইয়াছে এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে কমিটির সভায় তাহাদের নিন্দা করা হয়। সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলনের নিন্দা করা হয়। কারণ ইহা পাকিস্তানের সংহতিকে আঘাত হানিতে পারে।

আইন অমান্যকারী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য কমিটি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

লাহোর পরিস্থিতি

[মিল্লাত, ১১।৩।৫৩]

লাহোর হইতে শেষতম যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সেখানে পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে, শহরে স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ গত কয়েক দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি স্থানের বিশেষ করিয়া লাহোরের পরিস্থিতির যে চরম অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহাতেও রাষ্ট্রের শুভাকাংখী মাত্রেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত যে সামরিক আইন প্রবর্ত্তনের পর লাহোরের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, রাওয়ালপিণ্ডির অবস্থার মোটামুটি উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, এই সকল সংবাদ দেশবাসীর জন্য স্বস্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। লাহোরের পরিস্থিতি সম্পর্কে গত ৯ই মার্চ্চ রাত্রে যে ইশতাহার প্রকাশ করা হয়, তাহাতে প্রকাশ, "সামরিক আইন প্রবর্ত্তনের তৃতীয় দিবসে লাহোরের পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র স্বাভাবিক ভাবে যানবাহন চলাচল করে এবং নাগরিকগণ বিনা-বাধায় এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। রেল-চলাচলের অবস্থাও আরও অনেকটা উন্নত হইয়াছে। আজ প্রায় সমস্ত ডাক ও যাত্রীবাহী স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করিতেছে।"

ইশতাহারে আরও জানা যায় যে, লাহোরের বহুলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পন করিতেছে। দুষ্কৃতিকারীদের দমনের উদ্দেশ্যে পাইকারী জরিমানা এবং অপরাপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। মর্ম্মার্থ এই প্রসঙ্গে লাহোরের সাম্প্রতিক উত্তেজনায় ঘটনাসমূহের কারণ বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু আমরা আপাততঃ সে চেষ্টা করিব না। তবে সাধারণভাবে বলা যায়; আহমদীয়া সম্প্রদায়-সংক্রান্ত বিরোধই ইহার মূল কারণ। যাহা হউক, দোষ যে পক্ষেরই হউক না কেন, আসলে যে সমগ্র ব্যাপারটিই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিক হইতে হানিকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তদুপরি নেহায়েৎ ঘরোয়া বিতর্কের এই পরিণতি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। তাই গোড়া হইতেই শান্তিকামী পাকিস্তানী হিসাবে আমরা ইহার নিন্দা করিয়া আসিয়াছি এবং এই সকল অবাঞ্ছিত ঘটনার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছি। শেষ অবধি সরকারের দৃঢ়হস্ত এবং সামরিক শাসন যে উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হইল, ইহাতে সরকার এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

রাজনৈতিক ধোকাবাজী

আগুন নিয়া খেলা করিবার পরিণতি কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে সম্প্রতি করাচী ও লাহোরে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের পরিস্থিতি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে ধর্ম্ম মানুষকে তাঁর মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করে, যে ধর্ম্ম মানুষকে সংযত ও সহনশীল হইতে প্রেরণা যোগায়, ধর্ম্মের ব্যবসায়ীরা সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই ধর্ম্মের আদর্শ ও নীতিকে পদদলিত করিতেছে। ইসলাম অর্থ শান্তি। যে ক্ষেত্রে রসুলে করিম (দঃ) ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া একজন কাফেরের প্রতি পর্য্যন্তও সদয় ব্যবহার করিতেন—সে ক্ষেত্রে আজ ইসলামেরই নামে একদল আলেম নামধারী লোক শুধু মানুষে মানুষে নয়,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নয়,—মুসলমানে মুসলমানে বিদ্বেষ বিভেদ হানাহানির সৃষ্টি করিয়াছে। আজ করাচী, লাহোরে তথা পশ্চিম পাকিস্তানে কাদিয়ানী অকাদিয়ানী সংগ্রাম খোলাখুলি শুরু হইয়াছে। কাল আবার শীয়া সুন্নি, মোজাহেবী—লামোজাহেবী ধুয়া তুলিয়া মারামারি শুরু হইবে। করাচী ও লাহোরে এই প্রতিক্রিয়া শীল শক্তি গত কয়েক দিন যাবত যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। নাজিম সরকার আজ হাজার হাজার দুষ্কৃতিকারিকে গ্রেপ্তার করিয়াও অবস্থা আয়ত্বে আনিতে পারিতেছে না। এ দোষ কার? কেন পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইল? কে কখন কিম্বা কি উদ্দেশ্যে কাদিয়ানী অকাদিয়ানী প্রশ্ন তুলিল? কেন তাঁরা গত এক বৎসরের অধিককাল যাবত পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জনসভায় কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে সক্ষম হইল? ধর্ম্মের কথা বাদ দিয়াও একদল আর একদলের বিরুদ্ধে হিংসামূলক বিদ্বেষ প্রচারের এইরূপ সুযোগ পাইল কেন? এদেশে কি সরকার ছিল না? জনাব জাফরুল্লা খান কাদিয়ানী এবং তাঁকে একজন মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা হয় ১৯৪৭ সালে কায়েদে আজমের জীবদ্দশায়। তখন ত এই কাদিয়ানী অকাদিয়ানীর প্রশ্ন কেহ শুনে নাই। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর এবং মরহুম লিয়াকত আলির জীবদ্দশায়ও এরূপ কোন আন্দোলনের কথা কেহ শুনে নাই। আজ লক্ষ্য করিতে হইবে যে যারা কাদিয়ানী তথা জাফরুল্লা বিরোধী আন্দোলন করিতেছে—তারা শুধু কাদিয়ানী মতাবলম্বীদিগকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবী জানায় নাই তাদের প্রধান শ্লোগান হইল জাফরুল্লাহকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতারন। পাকিস্তানে তপশীলি হিন্দু যোগেন্দ্র মণ্ডল কিংবা বারোয়ারী মন্ত্রি থাকিলে কোন আন্দোলন দূরের কথা কখনও কোন মহল হইতে আপত্তিও তোলা হয় নাই। সে ক্ষেত্রে যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া নেওয়া যায় যে, কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করিতে হইবে (ধর্ম্মের অজুহাতে) তবু তাকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারণের দাবী অন্ততঃ ধর্ম্মের ভিত্তিতে করা চলে না। আমার মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যে মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিতেছে তার উদ্দেশ্য আদৌ ধর্ম্মীয় নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আমাদের মনে পড়ে মরহুম লিয়াকত আলির মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব যখন অগণতান্ত্রিক উপায়ে প্রধানমন্ত্রীর গদী দখল করিলেন তখন জাফরুল্লা সাহেব উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তার কিছু দিন পরেই কোন বিশিষ্ট মহল হইতে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ করিয়া সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত পত্রিকাগুলিতে কাদিয়ানী বিরোধী প্রচার চলে। আমাদের খাজা শাহাবুদ্দিন সাহেব তখন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র এবং প্রচার সচিব। তখন বিভিন্ন মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে জাফরুল্লা সাহেব যাতে কোন দিন খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বি না হইতে পারেন তজ্জন্য ধর্ম্মের নামে জাফরুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হইতেছে। কিছুদিন পরে অবশ্য আন্দোলনের গতি কিছুটা শিথিল করা হইল বটে কিন্তু তৎপর আবার উহার তীব্রতা বৃদ্ধি করা হইল। সম্প্রতি খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে যে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয় উহাতে "মোল্লা বোর্ডের" যে সোপারেশ থাকে

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সংবাদপত্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলাভঙ্গের ও প্রশ্রয় দিতে পারে না

পশ্চিম পাকিস্তানী সম্পাদকদিগের যুক্ত বিবৃতি

—:০:—

উচ্ছৃঙ্খলতা-রোধী যে কোন সরকারী ব্যবস্থায় সমর্থন জ্ঞাপন

করাচী, ৫ই মার্চ্চ।—অদ্য করাচীর তেরটি পত্রিকার সম্পাদকগণ এক বিবৃতি মারফৎ সাংবাদিকদের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশে উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যকলাপের প্রশ্রয় না দেন। সংবাদপত্র কোন মতেই আইনের উর্দ্ধে নহে—একথা যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন।

আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিবে না—সাধারণভাবে এই নীতি সমর্থন করিলেও এবং বর্ত্তমান প্রেস আইনের সংশোধন দাবী করিলেও দেশে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বাধাদানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা সমীচীন নহে বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন।

বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—পাঞ্জাব প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইনে লাহোরের তিনখানি সংবাদপত্র এবং পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে করাচীর একখানি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবহম্বনের ফলেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্ন এত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে আমাদিগের মতামত বিশদভাবে ব্যক্ত হওয়া দরকার।

সাধারণ নীতি হিসাবে আমরা আদালতের মারফত ভিন্ন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ঘোর বিরোধী। তাহা ছাড়া সরকার সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইনের সংশোধন করুন, এ দাবীও আমরা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সরকার এ পর্য্যন্ত আমাদিগের এই দাবীর প্রতি সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যাহা হউক, এ ব্যাপারে সরকারের আর নীরব থাকা উচিত নহে। অচীরে এই দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করা হউক, ইহাই আমরা দাবী করিতেছি। প্রসঙ্গ ক্রমে এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্ত্তমানে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহা, মূলেই বিনষ্ট না হইলে দেশের শান্তি, শৃংখলা এমন কি পাকিস্তানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের সম্মুখে এক কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে পরিচালিত বেপরোয়া আন্দোলনের চাপে পড়িয়া বিশেষ মতামত ব্যক্ত করা বা না করা এবং কোন বিশেষ সংবাদ প্রকাশ করা বা না করার গুরুত্ব প্রশ্ন দেখা দিয়াছে সুতরাং অনুরূপ আন্দোলনও মূলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিপদস্বরূপ।

এই সমস্যা বিবেচনা করিয়া আমরা এ সম্পর্কে একমত হইতে পারি না যে, দেশে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দমনের ব্যাপারে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত কোন ব্যবস্থাই আপত্তি করা যাইতে পারে। কাজেই আমরা আমাদের সাংবাদিক সহকর্ম্মীগণের প্রতি এই আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন কোন ভাবেই শান্তি ও শৃংঙ্খলার পরিপন্থী কোন আন্দোলনের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানী না দেন। স্মরণ রাখিবেন, সংবাদপত্র আইনের আওতার বহির্ভূত নহে।

জনাব আলতাফ হোসেন (ডন), শেখ দীন মোহাম্মদ (আল-ওয়াহিদ), জনাব ওমর ফারুকী (আঞ্জাম), জনাব এম, এস, ওসমানী (আসর-ই-জাদিদ), জনাব ইনাম নবী পরদেশী (নওরোজ), জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুত খান (সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট), জনাব শবনাম (ওয়াতন), জনাব এম, এ, জুবেরী (ইভনিং ষ্টার), জনাব ইউছুফ মোহাম্মদী (ডন গুজরাটি), জনাব এফ, এম, সাকী (সাপ্তাহিক সাগর), জনাব ইলিয়াস রশীদি (সাপ্তাহিক নিগার), জনাব আবদুল্লা সামীম (চিঙ্গারী) এবং জনাব এ, কাইয়ুম খান (মেসেজ) এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

অদ্য দৈনিক "আঞ্জাম" অফিসে সম্পাদকদিগের এক অধিবেশনের পর এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

আহরার ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মূল কারণ একই মনোবৃত্তি

পাকিস্তান ও ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে নেহরুর মন্তব্য

নয়াদিল্লী, ৭ই মার্চ্চ।—ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেহরু অদ্য বলেন যে, পাকিস্তানে যে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সহিত ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলির কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, উভয় কার্য্যকলাপেরই মূল কারণ একই ধরণের মনোবৃত্তি।

তিনি বলেন, ইহাদের মনোবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত নয়, নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজিকার রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সহিত তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সম্পর্ক নাই। এই জাতীয় দলগুলি জনসাধারণের মনকে দেশের মূল সমস্যাদি হইতে শুধু অন্য দিকে লইয়া যায়।

এখানে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প ফেডারেশনের বার্ষিক অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তৃতায় মিঃ নেহরু এই মন্তব্য করেন।

মিঃ নেহরু বলেন, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে বর্ত্তমানে আহমদিয়া বিরোধী যে আন্দোলন চলিতেছে এবং সংবাদপত্রে যে সকল সংবাদ পাইতেছি, সে সম্পর্কে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। এই আন্দোলন ঠিক, কি বেঠিক, সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিবার অধিকার বা ইচ্ছা না থাকিলেও আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, বিষয়টি বাস্তবিক দুঃখজনক। আমরা উভয় রাষ্ট্রই দীর্ঘদিন যাবৎ একত্র কাজ করিয়াছি। বর্ত্তমানে উভয়েই দুই পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইলেও কেহ কাহাকেও বিদেশী মনে করি না।

পরিস্থিতির চরম অবনতি হওয়ায় শুক্রবারে লাহোরে সামরিক আইন জারী

—:০:—

মেজর জেনারেল আজম চীফ এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত

—:০:—

সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক সরকারী অফিস সমূহের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ

লাহোর, ৬ই মার্চ্চ।—অদ্য লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে এবং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান লাহোর নগরে এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাঞ্জাবের চীফ সেক্রেটারী হাফিজ আবদুল মজিদ ডেপুটী চীফ এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেক।

প্রকাশ, অদ্য দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ লাহোরে টেলিগ্রাম ও অন্যান্য সরকারী অফিসের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করায় সৈন্যবাহিনী উহার ভার গ্রহণ করে। কয়েক দিন ব্যাপী যে গোলযোগ চলিতেছিল, তাহা চরমসীমায় পৌছার ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে।

১০ম ডিভিশনের অধিনায়ক লাহোরের চীফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মেজর জেনারেল আজম খান এক নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন।

১। এই নির্দ্দেশ বলবৎ থাকা কালে অপরাহ্ন ৫টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি রাস্তা অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে পারিবেনা।

২। পাঁচ অথবা পাঁচের অধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে জমায়েত হইতে পারিবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র অথবা আক্রমণ বা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার উপযোগী কোন হাতিয়ার লইয়া চলাফেরা করিতে পারিবে না।

গতকল্য পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায়, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে, ব্যাটন চার্জ্জ করে এবং দুই মাসের জন্য সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ চলিতেছে।

আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন

[সত্যযুগ, ৫।৩।৫৩]

পশ্চিম পাকিস্তান আহমদিয়া সম্প্রদায়ের (কাদিয়ানী) বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আন্দোলনের বয়স এক বৎসর। তবে সম্প্রতি উহার প্রাবল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; করাচী হইতে লাহোরে এবং আরও কয়েকটি সহরে আন্দোলন বিস্তারিত হইয়াছে। আন্দোলনকারীদের দাবী,—আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান সংখ্যা লঘু রূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। পাকিস্তানের বর্ত্তমান পররাষ্ট্র সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আন্দোলনকারীরা তাহারও পদচ্যুতি চায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক; স্বভাবতঃ সরকারী চাকুরিতে তাহাদের সংখ্যাধিক্য। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের প্রতি কাহারও কাহারও ঈর্ষ্যা থাকা অসম্ভব নহে; স্যার মহম্মদের প্রতি তথা সমগ্র আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি কোনও কোনও মহলের ঈর্ষ্যা হইতে এই আন্দোলনের উদ্ভব কিনা, তাহা আমরা সঠিক জানি না। তবে, আন্দোলনটি অতি নিকৃষ্ট ধরণের সাম্প্রদায়িক; আন্দোলনের উদ্যোক্তারা জনসাধারণকে ধর্ম্মের নামে প্ররোচিত করিতেছে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ধ্বনি তুলিয়াছে। অথচ তাহাদের নিজেদের ধর্ম্মনিষ্ঠায়ও সন্দেহের অবকাশ আছে। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা করাচীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, আন্দোলনকারীরা আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা রটনা করিতেছে: আহমেদিয়া হজরত মহম্মদকে সর্ব্বশেষ পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করে না বলিয়া যে রটান, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; তাহারা "খাৎমে নবুয়াতে" বিশ্বাস করে না বলিয়া যে অপবাদ তাহাও সম্পূর্ণ অসত্য। হজরত মহম্মদ ও ইসলামের প্রতি আহমেদিয়াদের মনোভাব আন্দোলনের নেতাদের না জানিবার কথা নহে। কিন্তু জনসাধারণের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠার লক্ষণ ইহা নহে; ব্যক্তির অথবা দলের রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিই এখানে প্রেরণা যোগাইতেছে।

ব্যক্তিগত বা দলগত রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সুযোগ লইতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ধর্ম্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কোন উপসম্প্রদায় কত "পারসেণ্ট" ধর্ম্মানুগ সে প্রশ্ন উঠিবেই। আজিকার দিনে পরিপূর্ণ ধর্ম্মীয় আদর্শে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানের মূলনীতি সংক্রান্ত কমিটি সেই সুপারিশই করিয়াছেন। ধর্ম্মীয় বিধানে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া আজিকার কোন আধুনিক রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তুলিয়া দিতে পারে? ফটো তোলা শাস্ত্রীয় বিধানসম্মত নহে কিন্তু দেশ হইতে দেশান্তর যাইবার জন্য পাসপোর্ট ফটো এখন অত্যাবশ্যক যুগের সহিত আপোষ না করিয়া উপায় নাই! তবুও পাকিস্তানের মূল নীতি কমিটি রাষ্ট্রকে ধর্ম্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন পরোক্ষ উৎসাহ লাভ করিয়াছে এই সুপারিশ হইতেই। বস্তুতঃ, ধর্ম্মীয় আদর্শে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইলে ভবিষ্যতে হয়ত এইরূপ আরও আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই ধরণের অবাঞ্ছিত ও অত্যন্ত ক্ষতিকর আন্দোলন হইতে দেশও জাতিকে মুক্ত রাখিতে হইলে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। রাজনীতি ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদর্শই মানুষের বিভেদ ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার একমাত্র উপায়। আহমেদিয়া সম্প্রদায় প্রকৃত মুসলমান কিনা, রাজনীতি ক্ষেত্রে সে বড় প্রশ্ন বড় নয়,—সে প্রশ্ন মিমাংসার স্থান ধর্ম্মসভা। আহমদিয়ারা পাকিস্তানের অধিবাসী; তথাকার অন্যান্য অধিবাসীর মত তাহারাও সমান রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে,—এই গণতান্ত্রিক শিক্ষাই আজ ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। এই শিক্ষাই পাকিস্তানের অধিবাসীর মধ্যে সকল বিভেদ দূর করিবে; বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্বন্ধে তাহারা সজাগ হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে "জাতিভেদের" আদর্শ যদি একবার স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে শাখা জাতি ও উপজাতি লইয়া সমস্যার পর সমস্যার উদ্ভব নিশ্চিত।

পশ্চিম পাঞ্জাবে আহমদিয়া বিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত

পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি সরকারের হুঁসিয়ারী

—:(০):—

পার্লামেণ্টে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী

জলন্ধর, ১৭ই মার্চ্চ—পাকিস্তান পাঞ্জাবের আহমদিয়া বিরোধী বিক্ষোভ পশ্চিম পাকিস্তানের আরও দশ-বারটি বড় বড় সহরে ছড়াইয়াছে—পাশপুর, ডেরাগাজিখান, সারগোধা, কাসুর প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থানে সভা-শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে।

সামরিক ও অসামরিক সরকারী চাকুরীর পেন্সনপ্রাপ্ত লোকরা এই বিক্ষোভ সমর্থন করিতে পারার আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই বলিয়া হুসিয়ার করিয়া দিয়াছেন যে, কোন দিক দিয়া এই বিক্ষোভের সহিত সংশিষ্ট থাকিলে পেন্সন বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

অমৃতসর হইতে টাইমস অব ইণ্ডিয়া নিউজ সার্ভিসের সংবাদদাতা জানাইতেছেন—সীমান্তের ওদিক হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় পাকিস্তানে আহমদিয়া বিরোধী বিক্ষোভের এখনও অবসান ঘটে নাই; হিংসাত্মক কার্য্যাবলী অবশ্য হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু পরিস্থিতি এখনও শান্তিপূর্ণ হয় নাই।

সর্দ্দার সৌকত হায়াৎ খানের দাবী

করাচী, ১৭ই মার্চ্চ—পাঞ্জাব আজাদ পাকিস্তান পার্টির নেতা সর্দ্দার সৌকত হায়াৎ খান আজ পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়াছেন।

পাকিস্তান পার্লামেণ্টে বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণকালে তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবের আহমদিয়া বিরোধী বিক্ষোভ আজ আর ধর্ম্মান্ধদের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। এই সংগ্রাম সরকারের সহিত জনগণের সংগ্রাম—ঘৃণা, বুভুক্ষা, বেকারী আর হতাশার মধ্য হইতে ইহার উদ্ভব। পাকিস্তানের শত্রু, শত্রুপক্ষের চর প্রভৃতি কথার আড়ালে এই সত্য চাপা দিবার উপায় নাই।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকার ইহা লইয়া আলোচনা এড়াইয়া গিয়াছেন। অথচ ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি লইয়া আলাপ-আলোচনাই ছিল সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ। এখনও সচেতন না হইলে ইহার পরিণামে দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে বলিয়া তিনি সরকারকে হুসিয়ার করিয়া দেন।

তিনি এই অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিঞা দৌলতানার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলেই এই হাঙ্গামার উদ্ভব।

শ্রী বি সি নন্দী (কংগ্রেস) বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার ও দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।

পশ্চিম পাকিস্তানের চিঠি

আহমদীয়া-বিরোধী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বশেষ যে খবর আসিতেছে, তাহাতে জানা যায়, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর গ্রামাঞ্চলেও গোলযোগ সম্প্রসারিত হইয়াছে। ধর্ম্মান্ধ মোল্লা ও অহর কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়া আন্দোলনের জন্য কর্ম্মী সংগ্রহ করিতেছেন। সামরিক আইন অমান্যের চেষ্টা চলিয়াছে। কিছু কিছু মতলববাজ ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধিতে তৎপর। বিভিন্ন এলাকা হইতে এখনও হাঙ্গামা হুজ্জুতের খবর আসিতেছে। কয়েকদিন আগে লাহোরের সামরিক শাসনকর্ত্তা মেজর জেনারেল আজম খানের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কাজেই অবস্থা যে কতদূর গুরুতর তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন হাঙ্গামা দমনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। সম্প্রতি মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে তিনি বলিয়াছেন যে, এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মধ্যমে কার্য্যতঃ সরকারকে এবং মন্ত্রিসভাকে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা কখনও বরদাস্ত করা যায় না। পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মিঞা মমতাজ দৌলতানা সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় যদিও সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী দিয়াছেন, তাহাতে আশানুরূপ ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উদারনৈতিক মহল ঐ ব্যাপারে খুবই দুঃখ বোধ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এ ধরণের কার্য্যকলাপ জাতীয় ঐক্যের উপর মারাত্মক আঘাতেই সামিল। ওয়াকেফহাল মহল আবার বলেন যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার গোপন যোগসাজস রহিয়াছে।

আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহা যে নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিপ্রসূত—একথা অস্বীকার করিবার কোন কারণই নাই। ধর্ম্মের জিগিরে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি মানবতাবিরোধী ও সভ্য-সমাজের দূরপনেয় কলঙ্ক। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকগুলি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকই এক যুক্ত বিবৃতিপ্রসঙ্গে এই আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

রাজনৈতিক ধোকাবাজী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তাতে এই প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম্মের ব্যবসায়ী শক্তি নূতন প্রেরণা লাভ করে। আমাদের মতে এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সব মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া ইসলাম ও পাকিস্তানকে দুনিয়ার সামনে হেয় প্রতিপন্ন করিলেও একদল লোকের সুবিধা হইতেছে। দেশী ও বিদেশী শোষকদের উদ্দেশ্য হাসিল হইতেছে। মুষ্টিমেয় লোক দেশকে শোষণ করিয়া যখন গোটা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্যে অচল অবস্থা চলিতেছে এবং তদুপরি এই দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধের কামানের খোরাকে পরিণত করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যখন পায়তারা করিতেছে তখন ধর্ম্মের নামে এই হানাহানি সৃষ্টি করিয়া এই দেশের মানুষের দৃষ্টি এই সব জরুরী পরিস্থিতি হইতে অন্যদিকে পরিচালনা করিতেছে। তৎপর করাচির এই দুর্ঘটনা ও ইহার স্রষ্টা ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের মুখোস খুলিয়া দিক, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত হইতে দেশকে রক্ষার আহ্বান

জনসাধারণের প্রতি জনাব ইউসুফ হারুণের সতর্কবাণী

করাচী, ৬ই মার্চ্চ।—গতকাল রাত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে নিখিল পাকিস্তান মোছলেম লীগের সহসভাপতি জনাব ইউছুফ হারুণ পাকিস্তানের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত লোক বিভেদাত্মক কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের আচরণের নিন্দা করেন এবং দেশকে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত হইতে রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, "যে সকল কার্য্যকলাপের ফলে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইতে পারে" তৎসম্পর্কে সত্যকার পাকিস্তানিমাত্রই উদ্বেগ ও বেদনাবোধ না করিয়া পারে না। আল্লাহ এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সব সময় আমাদিগকে ঐক্যের নীতিতে দৃঢ় থাকার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই অঞ্চলে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত চলিতেছে। নগণ্য সংখ্যক লোক মিলিয়া দেশের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তানের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার জন্য আজ বিভেদাত্মক শক্তিগুলিকে সংগঠিত করা হইতেছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে সুস্থচিন্তা এবং বাস্তববোধের লেশমাত্র নাই।"

জনাব হারুন বলেন, "আমাদের দেশবাসীকে গঠনমূলক চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং এই রাষ্ট্রকে সত্যকার এছলামী গণতন্ত্রের দুর্গরূপে গড়িয়া তোলার চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে একথা সত্য। কিন্তু যদি আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করি এবং জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করি, তাহা হইলে আমাদের দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। পাকিস্তানের নামে আমি সুস্থ চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেনো এই ধরনের আন্দোলনের বিপজ্জনক পরিণতির কথা এছলামের অনুগামী সরল প্রকৃতি ও বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের সম্যকভাবে বুঝাইয়া দেন। বর্ত্তমানে যে ধরণের আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে দেশে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হইবে। ইহা দেশ গড়িয়া তোলার পথ নহে। এমতাবস্থায় দেশকে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত হইতে রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি। আমার এই আবেদন অরণ্যে রোদনের শামিল হইবে না বলিয়া আমি আশা করি। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণ আগাইয়া আসিবে, এ ভরসা আমি রাখি।"

— ——

দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস

সীমান্তের নেতৃবর্গের নিন্দা

পেশোয়ার ১৬ই মার্চ্চ।—আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের নামে যে সব লোক সরলপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন করিতেছে তাহাদের কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া পেশোয়ারের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, সীমান্তের মন্ত্রিবর্গ, মোছলেম লীগ ও অ-লীগ এম, এল, এ,-দের এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। আইন ভঙ্গ করা কিংবা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা কাহারও পক্ষেই উচিত নয় বলিয়া সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, নেতৃবর্গের যুক্ত বিবৃতিতে তাহা সমর্থন করা হইয়াছে। তাঁহারা জনগণকে গুজবে বিশ্বাস না করার অনুরোধ জানাইয়া বলেন, "সর্ব্বপ্রযত্নে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা নাগরিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

বিবৃতিতে বলা হয় যে, "খতমে নবুয়ত" প্রসঙ্গটি আমাদের ধর্ম্মীয় অনুশাসনে বর্ণিত ঈমানের অন্যতম অঙ্গ এবং ইহা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। কিন্তু এই পবিত্র আমানতের নামে কিংবা নিছক হীন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত মতলব হাসেলের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলা বাঞ্ছনীয় নয়। এ প্রকার কাজ কোনও মতে বরদাশত করা যায় না। "দুনিয়ার কোন সরকারই নীরব দর্শকের ন্যায় দেশে এই প্রকার বিভেদ, হাঙ্গামা-হুজ্জত ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রশ্রয় দিতে পারেন না।"

সাম্প্রতিক আহমদীয়া বিরোধী বা "খতমে নবুয়ত" আন্দোলন উপলক্ষে পেশোয়ার ও সমগ্র সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণ যে দৃঢ় মনোভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, বিবৃতির উপসংহারে তজ্জন্য তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

বিবৃতিতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রম ও পুনর্ব্বাসন সচিব বাবা জালাল, রাজস্ব সচিব সালার আইয়ুব খান, চীফ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী সালার আসলাম খান, পেশোয়ার মিউনিসিপ্যালিটির এডমিনিষ্ট্রেটর খান আশরাফ এম, এল, এ, পেশোয়ার মোছলেম লীগের প্রেসিডেণ্ট খান সায়ফুল্লা খান এম, এল, এ রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমস্ত জেলার ২০ জন এম, এল, এ এবং কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকও এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করিয়াছেন।

সীমান্ত পরিষদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি ডাঃ জেমস পলও এই বিবৃতি সমর্থন করেন এবং বলেন: "কোন ধর্ম্ম বা সরকারই এধরণের আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অরাজকতা বরদাশত করিতে পারে না। তবে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী-দাওয়া আদায়ে চাপ দেওয়াই হইল গণতন্ত্রের রীতি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনেই বাস করিতেছি।"

[১ম পৃষ্ঠার পর]

সিন্ধুর তরফ হইতে সিন্ধুর গবর্ণর মন্ত্রিসভার এই জরুরী অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু বাংলা, বাহওয়ালপুর ও খয়েরপুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীত্রয়কে আমি ডাকিয়া পাঠাই নাই, কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে বিমানযোগেও তাঁহাদিগকে আনয়ণ করা সম্ভব হইত না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের এই জরুরী সভায় স্থির হয় যে, দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আন্দোলনের মোকাবেলা করা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই। ফলে আলেমদিগকে গ্রেফতার করা হয়। যদি কোন গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনগণের আস্থা হারায়, তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে। গায়ের জোরে কিম্বা হুমকি দিয়া কিম্বা আন্দোলন শুরু করিয়া দেশের সরকারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা গণতন্ত্রের সমাধি রচনা এবং দেশে ফ্যাসীবাদও এক-নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নহে। এছলাম কোনদিনই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না অথচ আন্দোলনকারীরা মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছে। কেবলমাত্র পররাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধেই মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হয় নাই, আমার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট মিথ্যা প্রচারণা চালান হইয়াছে। এমন কি তাহারা ইহাও প্রচার করে যে, আমিও কাদিয়ানী হইয়াগিয়াছি এবং আমার পুত্র একজন কাদিয়ানী বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। যখন কোন আন্দোলন শুরু করার পর এইরূপ মিথ্যা প্রচারণা চালান হয়, তখন কি আর এছলামী আন্দোলন থাকে? তাহা ছাড়া আন্দোলনকারীরা যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে, তাহাও অত্যন্ত নিন্দনীয়। বেসামরিক দেশরক্ষার কাজে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করা হইয়াছিল, রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে সেইগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, রাস্তাগুলির উপর যান চলাচল ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হইয়াছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, পোষ্ট অফিস পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাত্রীবাহী বাসগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে, ট্রেণ চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, রেল লাইন তুলিয়া ফেলা হয় এবং ইঞ্জিনগুলি অচল করিয়া দেওয়া হয়। আজ আন্দোলনের যেরূপ আপনাদের খেদমতে পেশ করিলাম, ইহারই নাম কি এছলামী আন্দোলন? কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই নহে বরং বহু বিভেদ সৃষ্টিকারীও দেশে গোলযোগের সুযোগ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে উচ্ছেদের জন্য কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠে। যে প্রদেশে খাদ্য সঙ্কট চরমে উঠিয়াছে, সেখানে এইভাবে রেললাইন তুলিয়া দিয়া ট্রেণ চলাচল ব্যাহত করা যে কত বড় জঘন্য কাজ, তাহা আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, পাকিস্তানের স্থায়িত্ব এবং সংহতির জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তান এবং পাকিস্তানীদের হেফাজতের জন্যই সামরিক বাহিনীর সাহায্য লওয়া হইয়াছে। আমাদের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র শাসনাধীন অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়ী। প্রদেশের দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণের জন্য প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করিলে তাহাদের সাহায্যের জন্য সামরিক বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে পরিস্থিতি বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তখন সেখানে শক্তির দ্বারা শক্তির মোকাবেলা করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার ভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অক্ষমতার জন্য যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল তাহা আয়ত্তে আনার জন্য পাঞ্জাবে যদি সামরিক বাহিনী আগাইয়া না আসিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের এবং জানমালের প্রচুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আন্দোলনের ইতিহাস

তিনি বলেন: "গায়ের জোরে সরকারকে নিজের মত গ্রহণ করান যায় না, কিংবা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেরূপ রীতিও নাই। প্রয়োজন হইলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। কিন্তু গায়ের জোরে সরকারের পরিবর্ত্তন করা হইলে দেশে ফ্যাসীবাদ এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথই সুগম করিয়া দেওয়া হয়।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন: আন্দোলন দমনের জন্য পাঞ্জাবে যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে অনেকে তাহাতে হয়ত অত্যন্ত বিরক্তি ও ক্ষোভ অনুভব করিবেন কিন্তু একদিন তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সংহতি রক্ষার জন্য নাজিমুদ্দিন সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে পাকিস্তানের বিরাট খেদমত করা হইয়াছিল।

———

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.